তারিখ 10 JUN 1991
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২

দৈনিক খবর

18

চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে

—প্রধানমন্ত্রী

বাসস জানায়ঃ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, তাঁর সরকারের দেশে একটি চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়সহ আরো চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

২-এর পাতায় দেখুন

চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তিনি বলেন, সরকারের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বর্তমান হাসপাতালসমূহের সম্প্রসারণেরও পরিকল্পনা রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী গতকাল শিশু একাডেমীর জিয়াউর রহমান হলে বাংলাদেশ চিকিৎসক সমিতি (ডিএবি)'র প্রথম জাতীয় সম্মেলনে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন যে, একটি চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়সহ আরো চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপন ও হাসপাতাল সম্প্রসারণের লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গৃহীত হবে।

তিনি বলেন, খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও আশ্রয়- জনগণের এ ৫টি মৌলিক চাহিদা পূরণে তাঁর সরকার দৃঢ় অঙ্গীকারাবদ্ধ।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী কামাল ইবনে ইউসুফ, ডিএবি'র আহবায়ক ডাঃ মোঃ জাকির হোসেন এবং যুগ্ম আহবায়ক ডাঃ তৌহিদুর রহমান ববি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, যে সব চিকিৎসক পল্লী এলাকায় যেয়ে পল্লীর জনগণের সেবা করবেন তাঁরা বিদেশে উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন।

তিনি বলেন, দেশের শতকরা ৯০ ভাগ লোক পল্লী এলাকায় বসবাস করলেও সেখানে ওষুধ ও চিকিৎসা সুবিধা অপেক্ষাকৃত কম। তিনি বলেন, তাঁর কাছে প্রায়ই অভিযোগ আসছে যে, চিকিৎসকদের উপজেলা বা ইউনিয়নে বদলী করা হলে তারা সেখানে যেতে আগ্রহী নন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁরা বদলীর নির্দেশ বাতিল করার জন্য তদবির করছেন এবং নগরীতে অবস্থান করছেন।

বেগম জিয়া বলেন, যারা চিকিৎসক হয়েছেন তাদের অধিকাংশের মা-বাবা কিম্বা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন গ্রামে বসবাস করছেন। তিনি চিকিৎসকদের স্মরণ করিয়ে দেন যে; তাদের উচ্চ শিক্ষার বেশীর ভাগ ব্যয় সংকুলান হচ্ছে পল্লীর জনগণের কাছ থেকে। তিনি চিকিৎসকদের প্রশ্ন করেন, আপনারা যে পল্লী এলাকায় যেতে চান না তাহলে আপনাদের মা-বাবা আত্মীয়স্বজন যারা আপনাদের লেখাপড়ার খরচ যুগিয়েছেন তাদের চিকিৎসার কি হবে।

বেগম জিয়া কল্যাণের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সেবা প্রদানের মাধ্যমে মানুষের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা অর্জন এবং তাদের হৃদয়ের কাছে যাবার আহ্বান জানান।

এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গরীব রোগীরা চিকিৎসকদের প্রতি তাদের 'উচ্চ পরামর্শ ফীর জন্য কিছুই বলতে পারছেন না। তিনি বলেন, 'তবে অর্থলিপ্সা আপনাদের এ মহৎ পেশার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।'

রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন শহর এলাকায় ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠা আধুনিক ক্লিনিকের কথা উল্লেখ করে বেগম জিয়া বলেন, দৃশ্যতঃ এতে মনে হচ্ছে যে, স্বাস্থ্য সেবা প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে পৌছে গেছে। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। তিনি বলেন, অধিক ব্যয়ের ফলে বহু রোগীই ওইসব ক্লিনিক থেকে কোন সুবিধা পাচ্ছে না।

বেগম জিয়া বলেন, আমরা দেশে আরো ক্লিনিক প্রতিষ্ঠিত হোক সেটা চাই, তবে গরীব রোগীদের জন্য সেখানে সপ্তাহে একদিন বা দু'দিন বিনা খরচে চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকলে সেটা আনন্দের বিষয় হবে। তিনি পরামর্শ দেন যে, চিকিৎসকরা প্রতিটি মহল্লায় মিলিতভাবে দাতব্য ক্লিনিক চালাতে পারেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি চিকিৎসকদের সমস্যাদি সম্পর্কে সজাগ রয়েছেন এবং আরো সমস্যা থাকলে তা জানতে আগ্রহী। তিনি তাদেরকে আশ্বাস দেন যে, তাঁর সরকার তাদের সমস্যাদি নিরসনে নিরলসভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

স্বৈরতন্ত্র উৎখাতে চিকিৎসকদের ভূমিকার প্রশংসা করে বেগম জিয়া বলেন, ডাঃ শামসুল আলম খান মিলন গণতন্ত্রের জন্য রক্ত দিয়েছেন। জাতি শহীদ মিলনের হত্যাকারীদের কোন দিন ক্ষমা করবে না। অবশ্যই তাদের বিচার ও শাস্তি হবে। বেগম জিয়া ডায়রিয়া ও ঘূর্ণিদুর্গত এলাকায় দুস্থ মানবতার চিকিৎসা সেবায় চিকিৎসকদের ভূমিকারও প্রশংসা করেন।